খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ৩রা এপ্রিল,২০১৫তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

এতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে,আহমদীয়াত খোদার হাতে রোপিত চারা যা খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এবং উন্নতি করবে, ইনশাআল্লাহ্।দলাদলির পরিবর্তে এক উম্মত হিসেবে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর হাতে ঐক্যবদ্ধ হও।এই পতন থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং উন্নতির গন্তব্যে পুনরায় পৌঁছার শুধু একটিই রাস্তা।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একদিন তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে ভ্রমনে বের হন। পথিমধ্যে খোদার কৃপাবারি এবং সাহায্য ও সমর্থনের উল্লেখ করা হলে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা সত্যকে সমুজ্জ্বল করতে এবং আমাদের এই জামাতের সমর্থনে এত জোর দিচ্ছেন কিন্তু তাসত্ত্বেও এদের চোখ খোলে না। তিনি (আ.) বলেন, এক বিরোধী একবার আমাকে পত্র লিখেছে, আপনার বিরোধিতায় মানুষ কোন ত্রুটি করেনি, কিন্তু একটি কথার কোন উত্তর আমাদের জানা নেই, এত বিরোধিতা সত্ত্বেও সকল ক্ষেত্রে আপনি সফলতার সোপান মাড়িয়ে চলেছেন কীভাবে।

অতএব এই ছিল তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যার ফলাফল তখনও প্রকাশিত হয়েছে আর কেবল তখনই নয় বরং আজ পর্যন্ত বিরোধীরা নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করছে কিন্তু এ জামাত খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় ক্রমশঃ উন্নতি করে চলছে। যেখানেই বা পৃথিবীর যে কোন অংশে বিরোধীরা আহমদীদের দমন-পীড়ন বা নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা করেছে, আল্লাহ্ তা'লা সেসব দেশে যেখানে আহমদীদের ত্যাগ এবং কুরবানীর মান উন্নত করেছেন সেখানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তিনি স্বয়ং জামাতের উন্নতির এমনসব পথ উন্মুক্ত করেছেন যে, যদি আমরা শুধু নিজের চেষ্টার বলে তা করার চেষ্টা করতাম তাহলে কখনও সফল হতাম না। কাজেই এতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে, আহমদীয়াত খোদার হাতে রোপিত চারা যা খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এবং উন্নতি করবে, ইনশাআল্লাহ্।

খোদা তা'লা এ যুগে কীভাবে ফযল করেন, কীভাবে মানুষের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেন, কীভাবে তাদের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে, ঐশী কৃপারাজির এমন কিছু ঘটনা এখন আমি উপস্থাপন করছি।

নাইজারে নিযুক্ত আমাদের জামাতের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন, একটি তবলীগি সফর কালে একটি মাটির রাস্তায় যাত্রা করি এবং তবলীগ করতে করতে আমরা এগিয়ে যেতে থাকি। তিন দিন পর একই রাস্তায় ফিরে আসার পথে একটি গ্রাম পড়ে যার নাম হলো গিটাইটি। সেই গ্রাম অতিক্রম করার সময় লোকজন রাস্তায় আমাদেরকে যাত্রা বিরতিতে বাধ্য করে এবং বলে, আমরা সবাই আপনাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিলাম। আপনারা এখনই ইমাম সাহেবের কাছে চলুন। আমরা সেই ইমামের কাছে গেলে তিনি বলেন, আপনারা এখনই আমাদেরকে বয়আত ফরম দিন। আমরা সবাই বয়আত করতে চাই। মুরুব্বী সাহেব বলেন, আমি তাদেরকে বুঝালাম, তড়িঘড়ি করে বয়আত করবেন না। ইমাম সাহেব বলেন, খোদা তা'লা আমাদের সামনে সত্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন তাই এ জামাতের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের হৃদয়ে আর কোন সংশয় বা সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন এ সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যখন এ পথ অতিক্রম করেন, আপনাদের যাওয়ার পর মারাবী শহরের বড় ইমাম সাহেব তার কাফেলা নিয়ে এখানে আসে এবং বলতে থাকে, আহমদীরা কাফির বা অবিশ্বাসী আর তোমরা কাফিরদেরকে তোমাদের মসজিদে প্রবেশ করতে দিয়েছ এবং তবলীগ করার অনুমতি দিয়েছ, এমনটি কেন করেছ? এটি শুনে গ্রামের ইমাম সাহেব তাকে

বলেন, আপনাদের মাঝে এবং আহমদীদের মাঝে এটি-ই পার্থক্য। এখানে আসার পর থেকে আপনি কাফির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ উচ্চারণ করেন নি। আর তারা অর্থাৎ আহমদীরা যতক্ষণ এখানে অবস্থান করেছে, কুরআন এবং হাদীস ছাড়া কোন কথা বলেনি। আহমদীদের এই আচরণ যদি কুফরী হয়ে থাকে তাহলে তাদের এই কুফরী আমাদের কাছে বড় প্রিয় আর আমরা এমন কাফির হওয়া পছন্দ করব।সেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়আত হয়েছে এবং অনেক বড় জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাঞ্জানিয়ার টোবুরায় নিযুক্ত আমাদের জামাতের মুবাল্লিগ লিখেন, এখানে অনেক বড় একটি জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জামাত টোবুরা শহর থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এক আহমদী বন্ধু সোলেমান জুমা সাহেবের মাধ্যমে এখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি সেখানে তবলীগের জন্য যেতেন এবং প্যাম্ফলেট বিতরণ করতেন। এর ফলশ্রুতিতে কতক বন্ধু বয়আত করেন। এরপর জামাতের মুয়াল্লিম সাহেব বারংবার সেখানে সফরে যান এবং তবলীগি কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। এরফলে আরো কয়েকজন বন্ধু বয়আত করেন। আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে এখন সেখানে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জামাতের সদস্যরা দারিদ্র-কবলিত হলেও ঈমানী প্রেরণায় সমৃদ্ধ। স্বনির্ভরতার নীতির অধীনে গ্রাম্য আর্থসামাজিক অবস্থানুসারে তিনি (জুমা সাহেব) সেখানে একটি কাঁচা মসজিদও নির্মাণ করেছেন এবং চাঁদার ব্যবস্থাপনায়ও সবাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

একইভাবে মালীর আমীর সাহেব লিখেছেন, তেজানিয়া ফির্কার এক বড় ইমাম আদম তুনকারা সাহেব বয়আত করেছেন। বয়আত করার সময় তিনি বলেন, তিনি দীর্ঘদিন যাবত জামাতের ক্যাসেটস এবং রেডিও শুনছিলেন। মালীতে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমাদের বেশ কিছু এফএম রেডিও স্টেশন রয়েছে যার সম্প্রচারের গন্ডি সত্তর আশি মাইল বিস্তৃত। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ব্যাপক অঞ্চলে তবলীগ হয়। এই আদম সাহেব বলেন, তার মরহুম পিতা তেজানিয়া ফির্কার অনেক বড় ইমাম ছিলেন এবং এই এলাকার ৯৩টি মুশরিক বা পৌত্তলিক গ্রামকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এক রাতে আদম সাহেব স্বপ্নে দেখেন, তার মরহুম পিতা বলছেন, আহমদীয়াতই সত্য পথ আর আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের জন্য তাঁর অর্থাৎ পুত্রের সমধিক চেষ্টা করা উচিত। এরপর তিনি আমাদের মুয়াল্লিম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সাথে তবলীগের জন্য একটি গ্রামে যান। সেই গ্রামের মানুষ পূর্বে মুশরিক বা পৌত্তলিক ছিল, তার পিতার মাধ্যমেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই গ্রামের ইমাম যার বয়স এখন ৮৭ বছর, তিনি আদম সাহেবের পিতার ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তার সাথে সাক্ষাতে তিনি বলেন, তিনি রেডিওতে জামাতের তবলীগ শুনেছেন। নিশ্চয় আহমদীয়াতই সত্য পথ। একই সাথে তিনি আদম তঙ্গারা সাহেবকে নসীহত করেন, তিনি যেন এই বাণী প্রচারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। আর এই ইমাম সাহেবও সেই একই কথা বলেছেন যা তার পিতা স্বপ্নে তাকে বলেছিলেন। অর্থাৎ পিতার বন্ধুর মাধ্যমে তাকে অর্থাৎ আদম সাহেবকে সেই একই শব্দ পুনরায় শোনানো হয়েছে। সেই রাতে তিনি তবলীগ করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে সেখানে তিন হাজার চার শত ব্যক্তি আহমদীয়াত জামাতভুক্ত হন।

এরপর মালীর জিমা অঞ্চল থেকে মুয়াল্লিম সাহেব লিখেছেন, একদিন আমাদের অঞ্চলের এক আহমদী আব্দুস সালাম তারাওড়ে সাহেব পার্শ্ববর্তী গ্রামে যান। সেখানে উপস্থিত গ্রামবাসীরা তাকে বলে, দীর্ঘদিন ধরে এখানে অনাবৃষ্টি চলছে। যদি আপনাদের জামাত সত্য হয়ে থাকে তাহলে দোয়া করুন যেন বৃষ্টি হয়। যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমরা ধরে নিব, সত্যিই আপনাদের জামাত সত্য এবং খোদার সাহায্য আপনাদের সাথে আছে। তখন জনাব আব্দুস সালাম সাহেব নফল নামায পড়েন এবং বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তোমার মাহদীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ আজই এখানে বৃষ্টি বর্ষণ কর। এই মুয়াল্লিম সাহেব মালীরই স্থানীয় অধিবাসী। তিনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন প্রকাশ কর। তিনি বলেন, এই দোয়া করার পর আকাশে মেঘমালা ঘনীভূত হতে থাকে আর এত প্রবল বৃষ্টি হয় যে, চতুর্দিকে পানি জমে যায়। এর স্বল্পকাল পর মানুষ আব্দুস সালাম সাহেবের কাছে আসে এবং বলে, আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আহমদীয়া জামাতে প্রকৃতপক্ষেই একটি সত্য এবং ঐশী জামাত। আর এভাবে পুরো গ্রামবাসী আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

আমাদের পরলোগকগত ইউসুফ আডিসি সাহেব যিনি ঘানার স্থানীয় মুবাল্লিগ ছিলেন। তিনি একটি ঘটনা লিখেছেন, আমাদের একজন দাঈইলাল্লাহ্ ভাই আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে লাম্বুয়া নামক গ্রামের স্থানীয়রা তবলীগের সময় বৃষ্টির জন্য দোয়ার অনুরোধ করলে তিনি ঘোষণা করেন, তিনি যেহেতু ইমাম মাহদী (আ.)-এর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে তবলীগ করছেন তাই তার দোয়া গৃহীত হবে এবং রাতেই বৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় ঐ রাতে একটার সময় সেই এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি হয় এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার এই নিদর্শন দেখে সেই অঞ্চলের একটি বিশাল শ্রেণী আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করে।

এরপর আইভরিকোস্টের আমীর সাহেব লিখেন, ফাতেমা সাহেবা নামের একজন নতুন বয়আতকারিণী বর্ণনা করেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি সত্যিকার আরাম ও প্রশান্তি লাভ করছেন। আহমদীয়াত তাকে সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত করেছে। ইসলামী শিক্ষা মেনে চলা খুব সহজসাধ্য হয়ে গেছে। সকল বিদ্আত দূর হয়ে গেছে কেননা আহমদীয়াতের শিক্ষাই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা যা সকল প্রকার বিদ্আত, সমস্যা এবং জটিলতা হতে মুক্ত। তিনি বলেন, আমি অঙ্গীকার করছি, আমৃত্যু আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো।

এরপর গিনি কোনাকোরির মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, এক বন্ধু সেলা সাহেব নিজ গ্রামে মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে জামাতে আহমদীয়ার সাহায্য চাওয়ার জন্য মিশন হাউজে আসেন। আমি তার সামনে জামাতের পরিচয় তুলে ধরলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। দীর্ঘ বৈঠকের পর তিনি এতে যারপরনাই আনন্দিত ছিলেন এবং বলেন, আপনি তো আমার চোখ খুলে দিয়েছেন এবং বলেন, আমার একাগ্র বাসনা, আপনি আমার গ্রামে চলুন যেন এই বাণী সবার কর্ণগোচর করা যায়। অতএব একটি বিশেষ পরিকল্পনার অধীনে তিনি সেই গ্রামে যান। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় সেই পুরো গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী পাঁচটি গ্রামবাসী বয়আত করে আহমদীয়াত জামাতভুক্ত হয়েছেন। এই বন্ধু, সেলা সাহেব বলেন, যখন থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি তখন থেকে আমার জীবনে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা পূর্বে কখনও আমি অনুভব করিনি। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে তিনি তার দু'সন্তানকে উৎসর্গ করেছেন যাদের একজন এ বছর জামেয়া আহমদীয়া সিয়েরালিওনে যাবে এবং দ্বিতীয় জন আগামী বছর, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। তিনি বলেন, আমি সেই আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করেছি দীর্ঘদিন থেকে আমি যার অনুসন্ধানে ছিলাম।

আলজেরিয়ার এক বন্ধু তার বংশের আহমদীয়াত গ্রহণ সম্পর্কে লিখছেন, তার মা স্বপ্নে দেখেছেন, একজন শেখ বা আলেম তাদের ঘরে আসেন এবং তার সন্তানদের ইসলামের পবিত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। যার ফলে তার ঘরে বড় পবিত্র প্রভাব পড়ে এবং ঘরে এই ব্যক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা সৃষ্টি হয়। তার মা লিখছেন, একদিন তার মেয়ে টেলিভিশন দেখছিল আর চ্যানেল পরিবর্তন করছিল। হঠাৎ এমটিএ'তে গিয়ে স্থির হয়ে যায়। তিনি বলেন, তখন এমটিএ'তে আমার ছবি (অর্থাৎ হুযূরের ছবি) দেখানো হচ্ছিল। ছবি দেখে তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠেন এবং বলেন, ইনিই সেই ব্যক্তি যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। এরপর তিনি রীতিমত এমটিএ দেখতে আরম্ভ করেন যা থেকে তিনি অবগত হন, ইমাম মাহদী যার জন্য পৃথিবীবাসী অপেক্ষমান তিনি এসে গেছেন। আর এভাবে ২০১৩ সনের নভেম্বরে তিনি বয়আত করে জামাতভুক্ত হন।

এরপর গিনি কোনাকোরির মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, কোনাকোরির রাজধানী থেকে দুইশত কিলোমিটার দূরে সোমিয়ো ইয়াওয়ি নামে অনেক বড় একটি গ্রাম আছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ বছর এখানে নিয়মিত যোগাযোগের কল্যাণে পুরো গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী আরো কিছু ছোট ছোট গ্রাম আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, এত বড় সংখ্যা দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের মনে হলো, এখানে রীতিমত জামাত প্রতিষ্ঠা করা উচিত। আমরা জামাতী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে পৌঁছে দেখি জামাতের বন্ধুরা পূর্ব থেকেই আমাদের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। যাদের মাঝে স্থানীয় জামে মসজিদের ইমামও উপস্থিত ছিলেন যিনি বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছেন। আমরা যখন তাদেরকে বললাম, এখন আমরা এখানে রীতিমত জামাত প্রতিষ্ঠা করতে চাই তখন গ্রামের প্রধান বলেন, আমাদের ধন-সম্পদ, উপায়-উপকরণ সব কিছু আমরা উপস্থাপন করছি। আর এই বড় মসজিদও আপনাদের বরং পুরো গ্রামই আপনাদের। তিনি আরো বলেন, আমরা এত আনন্দিত যে,

আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের জীবদ্দশাতেই আমরা সেই নিয়ামত লাভ করেছি যা অমূল্য। আর এখন আমাদের চোখ খুলে গেছে এবং সত্যিকার ইসলামের চেহারা আমরা দেখতে পেয়েছি।

আমাদের ইতালির হাফিয মুহাম্মদ সাহেব বলেছেন, কাবাবীর থেকে যে লাইভ অনুষ্ঠান এমটিএ'তে সম্প্রচারিত হয় সেটি দেখে ছয় মাস পূর্বেই আমি আন্তরিকভাবে বয়আত করেছি। আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষী। কিন্তু এখন পর্যন্ত ফরম পূরণ করে পাঠাতে পারিনি। আমি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করি। এখন আমার আনন্দের কোন সীমা নেই কেননা আমি সত্য পেয়ে গেছি। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার জন্য আমি স্বয়ং একটি নিদর্শন। আর তা এভাবে যে, ২০০৮ সনে দৈবক্রমে প্রথমবার আমি এমটিএ দেখি যাতে নাসেখ-মনসূখ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তখন আপনাদের সম্পর্কে বা ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। সেই অনুষ্ঠান আমার ভাল লাগে এবং দেখা অব্যাহত রাখি। এরপর জ্বিনের স্বরূপ এবং বাস্তবতা সম্পর্কে আল্ হিওয়ারুল মুবাশের অনুষ্ঠান দেখি। এই অনুষ্ঠানের কল্যাণে এই জামাতের সত্যতা মেনে নেই। এরপর এই ধারা অব্যাহত থাকে। এরপর বলছেন, ছয় মাস পূর্বে ২০১৩ সনে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ এবং তার (স্বাভাবিক) মৃত্যু সম্পর্কিত অনুষ্ঠান দেখে এতটা আশ্বস্ত হয়েছি যে, বয়আত করা ছাড়া থাকতে পারিনি। আর এখন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বয়আত গ্রহণের ঘোষণা দিচ্ছি।

এরপর আলজেরিয়া থেকে আব্দুল হাকীম সাহেব বলেছেন, নব্বই এর দশকে আমি সিভিল ডিফেন্স বিভাগে যোগ দেই কেননা ধর্মীয় জামাতগুলো ইসলামের নামে দেশে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছিল এবং মানুষকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ লুটপাট করছিল। (হুযূর বলেন) সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর অবস্থা এমনই যারা ইসলামের নামে এসব করছে। তিনি বলেন, আমাদের কাজ হলো এদের হাত থেকে মানুষের সম্পদ রক্ষা করা। আমরা ইসলাম থেকে বহু দূরে পড়ে ছিলাম কিন্তু দোয়া করতাম, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে নিস্কৃতি দেন। আমি সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হতাম এই জন্য যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করার কথা কীভাবে ভাবতে পারে আর তাও জিহাদ এবং ইসলামের নামে! ইমাম মাহদী (আ.) যখন আসবেন তিনিও কী এভাবেই হত্যার নির্দেশ দিবেন? মুসলমানরা তাদের সমূহ বিভেদ এবং কুফরী ফতওয়া সত্ত্বেও তাঁর হাতে কীভাবে একত্রিত হবে? তিনি বলেন, আমার এক পুরনো বন্ধু আব্বাস সাহেব যিনি তখনও আহমদী ছিলেন কিন্তু আমি জানতাম না, একবার তার সাথে আমার দেখা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি কুরআনের এমন তফসীর উল্লেখ করেন যা ইতোপূর্বে কখনও শুনিনি। আর তা ছিল খুবই যুক্তিসঙ্গত যা শুনে হৃদয় স্বস্তি বোধ করে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এক শতাব্দী পূর্বেই ইমাম মাহদী (আ.)-কে ভারতে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে কলম, জ্ঞান ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ করে পাঠিয়েছেন এর কল্যাণে বড় বড় পাদ্রীদের তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন। আর এখন তাঁর জামাত সেই পথই অনুসরণ করছে। এটি শুনে আমার মনে হলো, আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন। অতএব আমি তখনই বয়আত ফরম পূরণ করি আর এই প্রিয় জামাতে যোগ দেই। তিনি বলেন, এর কয়েকদিন পর আমি স্বপ্নে দেখি, আমি রাতে এক অন্ধকার ময়দানে হাঁটছি। এরপর এক বুযূর্গের সাথে দেখা হয় যিনি আমার হাত ধরে হাঁটতে আরম্ভ করেন। আমরা সমুদ্রের তীরে পৌঁছি। সেখানে একটি নৌকা ছিল যার পাশে আরো এক ব্যক্তিকে দন্ডায়মান দেখি। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি আমাদের জন্যই অপেক্ষমান ছিলেন। আমরা তিন জনই তাতে আরোহন করি। আমি মনে মনে ভাবি, এরা কারা? তখন যে বুযূর্গ আমাকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) আর ইনি ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। এরপর সেই নৌকা চলতে চলতে এক সামুদ্রিক জাহাজের কাছে পৌঁছে। তখন তাদের উভয়ই আমাকে বলেন, এই সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ কর এবং এই জাহাজের আরোহীদের সাথে গিয়ে যোগ দাও। তারাই তোমার পরিবারের সত্যিকার সদস্য।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনী কীভাবে হৃদয়কে প্রভাবিত করে তা দেখুন! মরক্কো থেকে আব্দুল আযীয সাহেব বলেছেন, আমি ইতিহাস এবং ভূগোলের শিক্ষক। যদিও আল্লাহ্ তা'লা অঢেল দিয়েছেন আর আমার পদোন্নতিও হয়েছে, বাসস্থানও আছে কিন্তু আমি রিপুর তাড়নায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলাম। ক্রমশঃ পাপে অধঃপতিত হতে থাকি। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'লা বয়আত করার তৌফিক দেন আর আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পাঠ করতে আরম্ভ করি। তখন আমার চেতনাবোধ জাগ্রত হয়, এ তো আমার ক্ষতের নিরাময়ী মলম এবং আমার আত্মার চিকিৎসা। তখন আত্মশুদ্ধির প্রতি আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আর হুযূর আনোয়ারের কাছে এ সম্পর্কে লেখার চেতনা জাগ্রত হয়, আল্লাহ তা'লা যেন আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

জামাতে শাহাদাতের ঘটনা ঘটলে প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে সাহায্য করেন সে সম্পর্কে জাপান থেকে আমাদের জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেছেন, শেখুপুরায় খলীল আহমদ সাহেব শহীদ হওয়ার পর আমি যখন খুতবায় তার কথা উল্লেখ করলাম তখন এক জাপানি বন্ধু যার জামাতের সাথে গত ছয় মাস যাবত সম্পর্ক হয়েছে, যিনি জেরে তবলীগ ছিলেন, তার ফোন আসে, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চাই। আমি তাকে মসজিদে ডেকে পাঠাই এবং বয়আতের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তিনি শাহাদাতের স্মৃতিচারণ শুনে বয়আতের সিদ্ধান্ত নেন এবং বয়আত করেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি এখন আর্থিক ব্যবস্থাপনায়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

ইয়াদগীরের জেলা আমীর সাহেব লিখেছেন, ইয়াদগীর শহরের এক যুবক মঞ্জুনাথ যার সম্পর্ক ছিল হিন্দু ধর্মের সাথে, তিনি বিএসসি'তে পড়াশুনা করছিলেন। তার সাথে আমাদের এক ছাত্রও পড়াশুনা করত। একদিন নোটস লেখার জন্য তার নোট বুকের প্রয়োজন দেখা দিলে সে আমাদের খাদেমের নোটবুক নিয়ে যায়। তাতে 'মানবতা যিন্দাবাদ' এবং 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এসব লেখা ছিল। এ লেখা পড়ে তার হৃদয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, এই যুগে যেখানে সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে, এর চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ও প্রিয় বাণী আর হতে পারে না। এই স্লোগান বা নারা তার হৃদয়কে গভীর ভাবে আন্দোলিত করে। তিনি আমাদের জামাত সম্পর্কে অধিক জানার আগ্রহে খাদেমকে জিজ্ঞেস করেন। তাকে জামাতের বই-পুস্তক সরবরাহ করা হয়। গভীর অধ্যয়নের পর তিনি জানতে পারেন, জামাতে আহমদীয়া একটি সুশৃঙ্খল এবং সত্য জামাত যা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মানবতার সেবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। জামাত সম্পর্কে অনেক কিছু অবগত হওয়ার পর তিনি আশ্বস্ত হন এবং ২০১৪ সনের মার্চ মাসে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

অতএব আহমদীদের শুধু নারা উত্তোলন করলেই হবে না বরং তাদের ব্যবহারিক অবস্থাও উন্নত হতে হবে কেননা এটিও তবলীগের একটি মাধ্যম। আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার তা বলেছি। তাই শুধু নিজেদের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করলেই মানুষ প্রভাবিত হবে না বরং কার্যতঃ যদি উত্তম আদর্শ দেখে তাহলেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ হবে। তাই এটি অনেক বড় এক দায়িত্ব যা প্রত্যেক আহমদীর কাঁধে অর্পিত হয়।

মিশর থেকে এক বন্ধু মাহমুদ সাহেব লিখেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র কসম! আপনারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হায় সারা পৃথিবী যদি আপনাদের রাস্তা অনুসরণ করতো! আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আমাদের পিতা বয়আত করেছেন। তারপর আমার ভাই, আমার মা, আমি এবং এরপর আমার এক কাজিন এবং আমার পিতার এক কাজিনও বয়আত করে।

যাহোক, সেসব অগণিত ঘটনার মধ্য থেকে এহলো কয়েকটি মাত্র যা প্রায় সময় আমি আমার রিপোর্টে লক্ষ্য করি, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করে চলেছেন, কীভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষকে পথের দিশা দিচ্ছেন, কীভাবে বিরোধীদের বিরোধিতাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি নেক প্রকৃতির লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে, কীভাবে পাদ্রীরাও ইসলামের সত্যতা স্বীকার করছে, কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার পর মানুষ জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি করছে, কীভাবে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধনের প্রতি মানুষের মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে। অতএব এসব কথা বা এ সকল বিষয় কী কোন মানবীয়

প্রচেষ্টার ফসল হতে পারে? মোটেই নয় বরং নিঃসন্দেহে এ কথাগুলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার স্বপক্ষে খোদা তা'লার সাহায্য এবং সমর্থনেরই পরিচায়ক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ। তাই নবাগতদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনা শুনে যেখানে আমাদের নিজেদের এবং তাদের ঈমানে উন্নতির জন্য দোয়া করা উচিত সেখানে উম্মতে মুসলেমাহ্র জন্যও দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেন এবং তারা যুগ ইমামকে মেনে নিজেদের ইহ এবং পরকালকে যেন সুনিশ্চিত করতে পারে। এখন মুসলিম বিশ্বের অবস্থা খুবই করুণ। নেতারা জনসাধারণের ওপর যুলুম করছে। আর জনসাধারণ ন্যায়বিচার এবং সঠিক দিকনির্দেশনা না থাকার কারণে নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। প্রত্যেক স্বার্থপর নেতা সেজে একদল গঠন করে বসে আছে। বিভিন্ন ফির্কা পরস্পরের শিরচ্ছেদের চেষ্টায় রত। তারা এটিও চিন্তা করে না, আল্লাহ্ তা'লার এই আখেরী নবীর অনুসারীদের মাঝে এত ফিতনা এবং নৈরাজ্য কেন? কেন প্রায় সকল মুসলমান দেশ উন্নতির পরম শিখরে পৌঁছেও অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিপতিত হচ্ছে। এই পতন থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং উন্নতির গন্তব্যে পুনরায় পৌঁছার শুধু একটিই রাস্তা আছে আর তাহলো, সেই পথ যা আল্লাহ্ তা'লা নিজেই অবহিত করেছেন, সেই মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করো যার কাজ হলো, আখারীনদেরকে আউয়ালীনদের সাথে মিলিত করা। দলাদলির পরিবর্তে এক উম্মত হিসেবে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর হাতে ঐক্যবদ্ধ হও। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই তৌফিক দিন। এর জন্য আমাদের অনেক দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়া করারও তৌফিক দান করুন এবং আমাদের দোয়া গ্রহণও করুন।

নামাযে জুমুআর পর আমি দু'টি জানাযা পড়াব। একটি হলো হাযের জানাযা। হাযের জানাযা হবে জনাব ইনতেসার আহমদ আইয়ায সাহেবের যিনি মোকাররম ডক্টর ইফতেখার আহমদ আইয়ায সাহেবের পুত্র। তিনি গত ২৮শে মার্চ, ২০১৫ সনে পঞ্চাশ বছর বয়সে আমেরিকার বোস্টনে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। তিনি আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেবেরও ভাগ্নে ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মাগফিরাত করুন, তার পদামর্যাদা উন্নীত করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন।

দ্বিতীয়টি গায়েবানা জানাযা যা প্রিয় ওয়াসিম আহমদের যিনি কাদিয়ান জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি গত ২৫শে মার্চ, ২০১৫ তারিখে বিপাশা নদীতে ডুবে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। অনবরত চার দিন অনুসন্ধান এবং প্রচেষ্টার পর যে জায়গায় ডুবে গিয়েছিলেন সেখান থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে উপুড় অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়। মরহুমের শরীরে কোন প্রকার ক্ষতের চিহ্ন ছিল না আর লাশ ফুলেও যায়নি এমনকি কোন প্রকার দুর্গন্ধও ছিল না। পোস্ট মর্টেম এবং আইনগত কার্যক্রম শেষ করার পর লাশ এ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে কাদিয়ান আনা হয়। সেখানেই দু'দিন পূর্বে নামাযে যোহরের আগে তার জানাযা পড়া হয় এবং বেহেশতী মকবেরায় দাফনের কাজ সমাধা করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ধৈর্য দিন এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla (03-04-2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To

.....

.....

From :Ahmadiyya Muslim Mission,Uttar hazipur,Diamond Harbour, 743331, 24 parganas(s), W.B